দশকুমার চরিতে

রাজবাহনচরিতম্

(দণ্ডি প্রণীতম্)

(দণ্ডীর পরিচয় ও কাল, রচনাশৈলী, গ্রন্থপরিচয়, মূলসংস্কৃত,
বাংলা প্রতিশব্দ, সংস্কৃত প্রতিশব্দ, বঙ্গার্থ, ইংরাজী অনুবাদ, সংস্কৃত ও বাংলা
ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, সংস্কৃতে সংক্ষিপ্তোত্তর ও পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত।)

অবাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের মূলপাঠটি পড়ার সুবিধার জন্য
নাগরীলিপিতেও মূলপাঠ দেওয়া হয়েছে।
নাগরীলিপি কিন্তু সংস্কৃতলিপি নয়।

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা - ৬

© প্রকাশক

পুনর্মুদ্রণ ঃ রথযাত্রা, ২০২২

মূদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কোলকাতা - ৬

প্রতিবেদন

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যভাণ্ডারের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতম্' কাব্যখানি। তারই মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস 'রাজবাহনচরিতম্' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাস ও অনার্সের পাঠক্রমে বহুদিন যাবৎ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকস্তরে সংস্কৃত যতদিন অবশ্যপাঠ্য ছিল, ততদিন মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর যেমন প্রাচুর্য ছিল, সেরূপ পাঠ্যপুস্তকও সুলভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান নীতি লক্ষণীয় ভাবে বিস্তার লাভ করায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা জন্মান স্বাভাবিক। তার ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতবিষয়ের চতুষ্পাঠী বিভাগ থেকে শুরু করে গবেষণাস্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। সংস্কৃতপুস্তকের এমন দুর্যোগসংকুল পরিস্থিতিতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অবদান ও প্রচেষ্টা বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর প্রেরণায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের স্নাতক বিভাগের পাঠক্রমের অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এই 'রাজবাহনচরিত'টিও ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির গুণগত উৎকর্ষ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ থাকছে।

- প্রথমতঃ, গ্রন্থটির সূচনাপর্বেই কবির ব্যক্তিপরিচয় থেকে আরম্ভ করে কবি ও কাব্যবিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।
- দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উত্তর দান অনুমোদন করায় বাংলা ভাষাতেই বিষয়গুলি রচনা করা হয়েছে।
- তৃতীয়তঃ অনার্সে একটি ব্যাখ্যা 'সংস্কৃত' ভাষায় লেখার নির্দেশ থাকে, সে অভাবটিও পূরণ করার জন্য ব্যাখ্যাগুলি দুটি ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। তার উপর প্রতিটি অনুচ্ছেদের বাংলা অর্থ দেওয়া আছে বলে শব্দার্থের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে এর দ্বারা অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হবে।
- চতুর্থতঃ ব্যাকরণ অংশ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের যথাযথ আলোচনা আছে।
- পঞ্চমতঃ, উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর শেষভাগে দেওয়া হয়েছে।
- ষষ্ঠতঃ, অপ্রয়োজনীয় কোনরূপ আলোচনা যুক্ত করে পুস্তকের কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধির করার অপচেষ্টা নাই।

সপ্তমতঃ বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকার ফলে ছাত্রদের নাগরী হরফ পড়ার জড়তা ও অনীহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাছাড়াও বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাংলা হরফ অপেক্ষা অন্য কোন হরফই সুখপাঠ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, 'নাগরী' হরফটি 'সংস্কৃত হরফ' নয় — চিরকাল লেখকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের হরফে সংস্কৃত লিখে এসেছেন। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বাঙালী পণ্ডিতবর্গের সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় রচনা বাংলা হরফেই হ'য়েছে।

আমাদের দেশে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, বিংশ সংহিতা, অষ্টাবিংশতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গলিপিতেই এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে থাকে এবং সে সমস্ত গ্রন্থপাঠ করে বর্তমানের হিন্দীলিপিতে পড়া ছাত্র অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের থেকে কোন অংশে ন্যূন হল না। আরও স্মরণীয় যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত বাংলায় বাংলা হরফে যত সংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ বাংলা হরফে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে নাগরী হরফে তার ৩/৪ অংশ প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সেই আদর্শেই সমগ্র পুস্তকটি বাংলা হরফে মুদ্রিত হ'লো।

আশা করি, মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবর্গ কেবল বাংলা হরফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পুস্তকটি বর্জন না করে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিচারপূর্বক গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য শ্যামাপদবাবুকে ধন্যবাদ জানাবার সঙ্গে তদীয় পুত্র শ্রীমান দেবাশিস্ ভট্টাচার্য্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা না জানালে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

জন্মাষ্টমী
১৩৯৮

— অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দেবনাগরী হরফের ক্রমাগত দাবি মেটাবার জন্য বাংলা হরফের সঙ্গে দেবনাগরী হরফ সংযুক্ত করা হলো। সেইসঙ্গে এবারে ইংরাজী অনুবাদ এবং গত পাঁচ বছরের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হলো নূতন সংযোজন হিসাবে। আশা করি এই সংযোজনগুলির দ্বারা পুস্তকটির আরও কিছু উৎকর্ষ বাড়বে।

— অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাসযাত্রা
১৪১৩